নারদ সংবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত

অর্থাৎ

দশ অবতারের লীলা বর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা।

চিৎপুর-রোড ১১৫ নং ভবন হইতে

শ্রীরসিকলাল চন্দ্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৭ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে,

শ্রীকৃষ্ণমোহন কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত

নারদ সংবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত

অর্থাৎ

দশ অবতারের লীলা বর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

কলিকাতা।

চিৎপুর-রোড ১১৫ নং ভবন হইতে
শ্রীরসিকলাল চন্দ্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৭ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে,
শ্রীকৃষ্ণমোহন কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৭ সাল।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

নারদ-সংবাদ।

পুস্তকের বর্ণন।

পয়ার। শুনহ সকল লোক হৈয়া একমন। কৃষ্ণের সহিত চলে ব্রহ্মার নন্দন॥ দশ অবতার কথা অপূর্ব্ব আখ্যান। যে রূপে যে কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান॥ আপন শ্রীমুখে বিস্তারিত কৈল হরি। কি সাধ্য আমার তাহা বর্ণিবারে পারি॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা আছয়ে বর্ণনা। যে কথা শুনিলে ঘুচে যমের যন্ত্রণা॥ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র আর অষ্টাদশ পুরাণ। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইথে আছয়ে প্রমাণ॥ সৃষ্টির সৃজন আর পালন প্রলয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি জন্মের নির্ণয়॥ সকল আছয়ে ইথে সংক্ষেপ বচন। এ সহ শুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥ শ্লোক ছন্দে ব্যাস কহিলেন মুনি সুতে। পরাশর কহেন তাহা লোক বুঝাইতে॥ নারদ সংবাদে আছে তিন শত শ্লোক। কৃষ্ণদাস রচিলেন বুঝাইতে লোক॥

অথ দশ অবতার বর্ণন।

পয়ার। নমো২ নমো গুরু আদি সনাতন। ক্ষীরোদ-সাগরে বটপত্রতে শয়ন॥ নমো নমঃ সত্যযুগে মৎস্য-অবতার। যে রূপেতে কৈল চারি বেদের উদ্ধার॥ নমো নমঃ করপুটে কচ্ছপ-মূরতি। পৃষ্ঠোপরে যে রূপে ধরিলা বসুমতী॥ নমো নমো বরাহরূপ দশনে বিদারি। হেলায় সৃজিলা সৃষ্টি পৃথিবী উদ্ধারি॥ নমস্তে নৃসিংহ দেব বিরাট

আকার। হিরণ্যকশিপু তেঁহ করিল বিদার॥ নমস্তে বামন মূর্ত্তি অতি বিচক্ষণ। যেরূপে করিলা প্রভু বলিরে বঞ্চন নমো ভৃগুরাম যমদগ্নির কুমার। নক্ষত্র করিলা ক্ষিতি তিন সাত বার॥ নমো নমো রামচন্দ্র পতিত পাবন। চারি অংশে জন্ম দশরথের নন্দন॥ নমো নমো হলধর রোহিণী কুমার। অনন্ত শকতি প্রভু আধেয় আধার॥ নমস্তে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি কৃষ্ণনাম সার। মাধুর্য্য প্রেমের হেতু ব্রজে অবতার॥ নমো নমো বুদ্ধ অবতার নীলাচলে। পুনঃ জন্ম নাহি হয় বারেক হেরিলে॥ নমো নমো কল্কি রূপ ভবিষ্যৎ পুরাণে। জন্ম লবে বিষ্ণু যশা দ্বিজের ভবনে শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। দশ অবতার বন্দিলেন কৃষ্ণদাস॥

অথ দ্বারিকায় নারদের আগমন।

পয়ার। অতঃপর বলি শুন যত ভক্তজন। কায়মন-চিত্তে সবে করহ শ্রবণ॥ এক দিন দ্বারকায় হরি হরি প্রিয়া। রত্ন সিংহাসনে দোঁহে আছেন বসিয়া॥ কৌতুকে আছেন কৃষ্ণ রুক্মিণী সহিত। হেনকালে তথায় নারদ উপস্থিত॥ বামহস্তে কমণ্ডলু বীণা দক্ষি-ণেতে। মুখে কৃষ্ণগুণ মুনি গাইতে গাইতে॥ জয় জয় কেশব মাধব বনমালী। জয় জয় নন্দসুত অধরে মুরলী॥ জয় জয় হৃষীকেশ মদনমোহন। পতিতেরে কৃপা কর শ্রীনন্দনন্দন। নিযন্ত্রিত বীণা তাল মিশাইয়া গান। ক্ষণে নৃত্য করে ক্ষণে প্রেমে হতজ্ঞান॥ হেন মতে হর-ষিত নাচে তপোধন। আপনি দিলেন কৃষ্ণ বসিতে আসন।

অথ শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

হাসিতে হাসিতে কহিলেন চক্রপাণি। কি হেতু

আইলে তুমি কহ মহামুনি॥ অদ্য দিন সুপ্রভাত হইল আমার। দ্বারকায় পদধুলি পড়িল তোমার॥ কোন কোন স্থানে তুমি আজি গিয়াছিলে। কোথা যাবে মহামুনি কোথা হৈতে আইলে॥

নারদের উক্তি।

নারদ কহেন তবে দেব গদাধর। আজি আমি গিয়াছিলাম ব্রহ্মার গোচর॥ পিতামহ সহ ছিলাম কথোপকথনে। হেনকালে আইল ইন্দ্র আদি দেবগণে॥ বাসবেরে সিংহাসন দিলেন সভায়। জিজ্ঞাসিল কি কারণে আইলা হেথায়॥

ইন্দ্র উক্তি।

ইন্দ্র বলে প্রজাপতি করি নিবেদন। মম উচাটম নাহি দেখি নারায়ণ॥ মহাভার নিবারিতে কৃষ্ণ অবতার কুরুক্ষেত্রে যে সকল হইল সংহার॥ কৌরব পাণ্ডব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। নর নারায়ণ রূপে নাশিলা আপনি পৃথিবীর ভার সব হৈল নিবারণ। তবে কেন না আইলা দেব নারায়ণ॥ ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ প্রজাপতি। কৃষ্ণ বিনে শূন্য সব গোলক বসতি॥

ব্রহ্মার উক্তি।

ব্রহ্মা বলে সে কথা কি কহিব তোমারে। অনন্ত কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে॥ পৃথিবীর ভার হরি করিলা সংহার। অষ্টগুণ ভার হৈল তাঁর পরিবার॥ কত অক্ষৌহিণী হবে যাদব সন্তান। অগণন হইল বংশ নাহি পরিমাণ॥ অধিক হইল ভার তাঁর নিজ বংশ। কোন রূপে সে সকল করিবেন ধংস॥ তবে সে আসিবেন প্রভু আপন গোলকে। এ সব বিশেষ আমি কহিনু তোমাকে॥ ব্রহ্মার বদনে এত শুনি পুরন্দর। আপনার

নিজ স্থানে গেলেন সত্বর॥ মুনি বলে শুনি যাহা ব্রহ্মার বদনে। সেই সব দেখিলাম তোমার সদনে॥ কেবল ছাপ্পান্ন কোটি যাদব সন্তান। অগণন হইল বংশ নাহি পরিমাণ॥ এ সকল মায়া ত্যজি যাইবে কেমনে। স্বরূপ বলহ প্রভু শুনিব শ্রবণে॥ অতি দীন কৃষ্ণদাস কহে পদতলে। মন যেন রহে রাঙ্গা চরণ কমলে॥

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি না হও ভাবিত। এই হেতু সদা আমি আছি যে চিন্তিত॥ কোনরূপে নিজ বংশ করিয়া বিনাশ। অচিরে যাইব আমি গোলক নিবাস॥ কলি আগমন হৈল না পারি রহিতে। নিজ বংশ ধ্বংস করি যাইব ত্বরিতে॥

ঋষি উক্তি।

নারদ বলেন পুনঃ যুড়ি দুই কর। কেমন প্রকার কলি কহ গদাধর॥ কলি আগমনে প্রভু তব ভয় হৈল। শুনিয়া আমার মনে বিস্ময় জন্মিল। জগতের নাথ তুমি জগতের পতি। তব ভয় হৈল কলি কেমন মূরতি॥ কেমন আকার কলি কি তার ব্যাভার। বিস্তারিয়া কহ শুনি দৈবকীকুমার॥

কলিযুগের মাহাত্ম্য।

কৃষ্ণ কহে শুনহ নারদ তপোধন। বড়ই বিষম কলি শুনহ কারণ॥ যখন হইবে কলিযুগ অধিকার। নিজ২ ধর্ম্ম ছাড়া হইবে সবার॥ শিষ্য হইয়া না পালিবে গুরুর বচন পিতা মাতা না পালিবে পুত্র কন্যাগণ॥ মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিনা অন্য না জানিবে॥ পিতার সহিত পুত্র চাতুরী করিবে॥ ধর্ম্মেতে না হবে জ্ঞান পাপে দিবে মন। অল্পজীবী হবে লোক অন্নই ভক্ষণ॥ দানেতে পতিত হবে

ব্রাহ্মণকুমার। হীনবীর্য্য হয়ে হবে শূদ্রের আচার ॥ রাজ-সুয় অশ্বমেধ না হইবে পূর্ণ। ভেদাভেদ না থাকিবে হবে এক বর্ণ ॥ মহা২ তীর্থ যত সব লুপ্ত হবে। দেবগণ সকলেতে নিদ্রিত হইবে॥ এই মত হইবেক কলির আচার। শুন মুনি কহিলাম অগ্রেতে তোমার॥

কলির জীবের নিস্তার।

নারদ কহেন পুনঃ যুড়ি দুই পাণি। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে চক্রপাণি॥ এমত হইবে যদি কলির ব্যাভার। কেমনে কলির লোক পাইবে নিস্তার॥ ধর্ম্ম-হীন লোক মন্ত্রহীন দ্বিজবরে। কোন আরাধনে তারা পাইবে তোমারে॥ বিস্তারিয়া সেই কথা কহ যদুরায়। শ্রীমুখে শুনিতে মম সদা বাঞ্ছা হয়॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন শুন তপোধন। যেইরূপে পাবে আমায় কলির নরগণ॥ উক্তি করি দ্বিজেরে যে দিবে নানা ধন। ক্ষুধার্ত্ত দেখিবে যারে করাবে ভোজন॥ ষোড়শোপচারে মোরে পুজিবে আদরে। ধুপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে॥ এক চিত্তে মম পুজা করিবেক যেই। আমারে নির্য্যান মুনি পাইবেক সেই॥

ঋষি উবাচ।

এত শুনি নারদ কহেন যোড় করে। ধনবান হৈলে সেই পাইবে তোমারে॥ ও রূপ পুজিবে যার নাহিক শকতি। কহ মহাপ্রভু তার কি হইবে গতি॥ আপনারে নহে যেবা দ্বিজে কিবা দিবে। কোন আরাধনে সেই তোমারে পাইবে॥ কলিযুগে ধনবান হইবেক যেই। দান পুজা করিপ্রভু তরিবেক সেই॥ দুঃখিত জনার প্রভু কোন গতি হবে। সদয়ে আমায় নাথ সে কথা কহিবে

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন মুনিবর। দান পুজা করিতে অক্ষম যেই নর॥ গঙ্গাজলে বনপুষ্প আনিয়া হরিষে। ভকতি পুর্ব্বকে পুজা করিয়া বিশেষে॥ দিনান্তরে ভক্তিভাবে লইবেক নাম। কলির মানব ইথে পাবে মোক্ষধাম

ঋষি উবাচ।

এত শুনি কহে মুনি যুড়ি দুই হাত। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ॥ দৈবে যদি কোন জন জন্মে পঙ্গু হয়ে। জলপুষ্প আনিদিবে কেমন করিয়ে॥ চলিতে শকতি হীন হয় যে এমন। সে সব জনের গতি কহ নারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ দৈবকীকুমার। শুন শুন নারদ আমি গতি কহি তার॥ মনে২ মানসে পুজিবে অন্তরেতে। নেত্র মুদি আমারে যে দেখিবে ধ্যানেতে॥ ভক্তি করি মানসেতে পূজিবেক যেই। অবহেলে-মোক্ষ ফল লইবেক সেই॥ না চাহিয়ে ধন না চাহিয়ে ফল ফুল। সত্য সত্য ভক্তি সত্য সকলের মূল॥ ভকতি পুর্ব্বকে যেবা পূজে দুর্ব্বা দিয়া। সর্ব্বদা থাকি যে তার অধীন হইয়া॥ ইহার প্রমাণ কহি শুন মুনিবর। এক দিন গিয়াছিলাম হস্তিনানগর॥ বহু ধন দিয়া পূজা কৈল দুর্য্যোধন। হয় হস্তী রথ রথী অমূল্য রতন॥ সে সকল দ্রব্য আমি চক্ষে না দেখিয়া। বিদুরের খুদ খাইনু সন্তুষ্ট হইয়া॥ আর কার কহি শুন তবে দুষ্ট দুর্য্যোধন। আমারে চাহিয়াছিল করিতে বন্ধন। তাহার কি সাধ্য আছে বান্ধিবারে পারে। স্নেহভাবে যশোমতি বান্ধিল আমারে॥ সকলের মূল ভক্তি জানহ নিশ্চয়। বিনা ভক্তি মুক্তি কদাচন নাহি হয়॥

ঋষি কর্ত্তৃক কলিযুগের প্রশংসা।

পয়ার। এত শুনি হরষিত কহে তপোধন। মানসে পুজিয়া পাবে ও রাঙ্গা চরণ॥ ধন্য কলিযুগ ধন্য কলির বৈভব। অনায়াসে পাবে তব চরণ দুর্ল্লভ॥ যোগিগণ যোগে যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। বিরিঞ্চি বৃষভনাথ যে পদ ধেয়ায়॥ যাগ যজ্ঞ ব্রত কিছু করিতে না হবে। মানসে পুজিয়া লোক তোমারে পাইবে॥ অতএব ধন্য কলি চারি যুগ সার। অল্প পুণ্যে লোক সব পাইবে নিস্তার॥ নাহি হয় ধন ব্যয় শ্রম নাহি হয়। অনায়াসে মুখে যদি কৃষ্ণ নাম লয়॥ অতএব কৃষ্ণ ভজ দিন গেল বয়ে। না জান শমন আছে শিয়রে বসিয়ে॥ শমন পাইলে জটে ধরে লইয়া যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বিহনে তবে কার দোহাই দিবে॥ এ হেন জনম পাইয়া হেলে হারাইলে। মায়া মদে মত্ত হইয়া তত্ত্ব পাসরিলে॥ এমন দুর্ল্লভ জন্ম আর হবে নাই। ভজহ শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞি॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

নারদ উবাচ।

পয়ার। নারদ কহেন পুনঃ যুড়ি দুই হাত। আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ॥ কোন অবতার হৈয়ে কি কর্ম্ম করিলে। কোন হেতু কোন যুগে কি দেহ ধরিলে॥ তব অবতার কথা কহ যদুরায়। শ্রীমুখে শুনিতে মম বড় ইচ্ছা যায়॥

সৃষ্টি প্রকরণ।

পয়ার। হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন তপোধন। কহিব তোমারে আমি সে সব কথন॥ প্রথমে শুনহ কহি সৃষ্টির উৎপত্তি। সার হৈল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি ক্ষিতি॥ যখন

ছিলাম আমি ক্ষীরোদ সাগরে। বটপত্রে শুয়ে থাকি জলের উপরে॥ নিরাকার ময় সব স্থল নাহি ছিল। সৃজন করিব সৃষ্টি মানস হইল॥ নাভি হৈতে মালা তুলি ফেলিলামতখন। যাহাতে হইল ক্ষিতি অদ্ভুতদর্শন॥ দেখসৃষ্টি সৃজন হেতু করিলাম যুক্তি। শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি॥ এত চিন্তি ফেলিলাম এক বিন্দু ঘাম। তাহাতে হইল পদ্যাশক্তি যার নাম।। তার গর্ভে হইল তিন পুরুষ প্রধান। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন নাম॥ ব্রহ্মারে কহিনু সৃষ্টি করহ সৃজন। বিষ্ণুরে কহিনু তুমি করহ পালন।। সংসার কারণে আমি মহেশে কহিলাম। তিন জনে তিন কর্ম্ম আমি দিয়াছিলাম॥ আমারে চাহিয়া শক্তি বলিলা বচন। আমি কার ভার্য্যা হব বল নারায়ণ॥ আমি কহিলাম ওই দেখ তিন জনে। ভজহ তোমার ইচ্ছা যারে লয় মনে।। এত শুনি শক্তি গেলা তিন জন পাশে। শক্তি দেখি তিনজন পলাইলা ত্রাসে॥ তিন দিকে বেঁকে পলাইলা তিনজন। এই হেতু পৃথিবীর হৈল তিন কোণ॥ প্রথমে গেলেন শক্তি ব্রহ্মার গোচরে। ব্রহ্মারে কহিলা তুমি ভজহ আমারে॥ এতেক শুনিয়া বিধি হেঁট কৈলা মাথা। এমন কুৎসিত বাক্য কেন কহ মাতা॥ লজ্জিত হইয়া শক্তি গেলা বিষ্ণু পাশে। আমারে ভজহ বিষ্ণু প্রভুর আদেশে॥ বিরস বদন বিষ্ণু এত কথা শুনি। কেমনে এমন কহ হইয়া জননী॥

তথা হৈতে গেলা দেবী মহেশ যথায়। ভজহ আমারে হর প্রভুর আজ্ঞায়॥ এত শুনি ভাবিতে লাগিলা পঞ্চানন। শক্তিরে চাহিয়ে তবে বলিলা বচন॥ তোমার উদরে জন্ম হইল আমার। কেমনে তোমার সঙ্গে করিব

ব্যাভার ॥ বিশেষ প্রভুর আজ্ঞা লংঘিতে না পারি। দুই দিক রবে কিসে বলহ বিচারি ॥ তবে তোমায় ভজি যদি করহ এমন। একশত বার দেহ করহ পতন ॥ এতেক শুনিয়া শক্তি প্রফুল্ল হইয়া। শতবার দেহ ত্যাগ তখনি করিলা ॥ পুনর্ব্বার আইলেন মহেশ গোচর। দেখিয়া গ্রহণ তাঁরে কৈলা দিগম্বর ॥ হেন মতে হৈল জন্ম এ পঞ্চ জনার। বিধি বিষ্ণু হর শক্তি সর্ব্ব ধরাধর ॥ সৃজন কার্য্যেতে বিধি সতত মগন। বিষ্ণু যে পালেন হর করেন নিধন ॥ হেনমতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর কলি। কতবার হইল পুনঃ গেল রসাতলি ॥ হেনমতে কত যুগ গতায়াতে গেল। বিধি বিষ্ণু দুই জনার আয়ু শেষ হৈল আয়ু শেষে দোঁহাকার হইল পতন। বড় অপরূপ কথা শুন তপোধন ॥ পুনর্ব্বার অনাদি পুরুষ সনাতন। আর-বার দোঁহাকারে করিলা সৃজন ॥ বাহুতে হইল বিষ্ণু নাভিপদ্মে বিধি। পদ্মযোনি নাম তাঁর হৈল সে অবধি তদন্তরে শুনহ নারদ তপোধন। অমৃত অধিক এই কথা পুরাতন ॥ মৃত্যুকে করিয়া জয় দেব মৃত্যুঞ্জয়। জনম মরণ তাঁর কখন না হয় ॥ শক্তির পতন হৈয়া জন্মিল যথায়। আপনি মহেশ বিভা করেন তথায় ॥ আর কহি শুন মুনি বিধির কুমার। চারি যুগান্তরে প্রলয় হয় একবার ॥ যখন প্রলয় হয় সৃষ্টির নিধন। জলেতে ডুবিয়া ক্ষিতি থাকয়ে তখন ॥ স্থাবর জঙ্গম আর যত চরাচর। জল মধ্যে মগ্ন হয় রত্ন সুধাকর ॥ আমার প্রভাবে রক্ষা সর্ব্ব দ্রব্য হয়। আমি ক্ষিতি আমি অগ্নি আমি জলাশয় ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি আমি সে কারণ। জল মধ্যে বিহার সে আপনি আপন ॥ মহাঋষি ভক্তগণে আপন শরীরে। স্থান দিয়া রাখি সবে প্রসাদ মন্দিরে ॥ সনৎ সনন্দ আদি যত

ঋষিগণ। স্তুতি করে করপুটে সৃষ্টির কারণ॥ নিজ কায়া প্রতি আমি করিয়ে লোকন। সত্ব রজ তমোগুণে তাহাতে সৃজন॥ আমাতে বৈমুখ হয় আমি করি নাশ বটপত্রশায়ী হয়ে জল করি বাস। পুনর্ব্বার করি জবে সৃষ্টির সৃজন। জল হৈতে এই ক্ষিতি তুলি যে তখন॥ এ সব বৃত্তান্ত তোমায় কহিলাম মুনি। এবে কহি শুন সত্য যুগের কাহিনী॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

কৃষ্ণ কহেন শুন মুনি মীন অবতার। যে রূপে করিলাম চারি বেদের উদ্ধার॥ জল হৈতে আমি উত্তারিলাম পৃথ্বীরে। সৃজন করহ সৃষ্টি কহিলাম বিধিরে॥ পুনর্ব্বার প্রজাপতি করিল সৃজন। নাগনর কীট পক্ষী হইল তেমন করিতে লাগিল তারা বেদ উচ্চারণ। যা শুনিলে তুষ্ট সদা হন নারায়ণ॥ চারি মুখে চারি বেদ প্রকাশ পাইল; সাম যজু ঋক নাম অথর্ব্ব থুইল॥ সেই চারি বেদ দৈত্য-গণে হরে লয়ে। সমুদ্র ভিতরে তারা রহে লুকাইয়ে॥ বেদ বিনে শূন্য হৈল অমর নগরী। আমার নিকটে আসি করিল গোহারি॥ হইলাম বাহির আমি মীন অব-তার। বেদ উদ্ধারিলাম দৈত্য করিয়া সংহার॥ সংক্ষেপে রচনা করি মীন অবতার। রচিলে বিস্তর হয় মহিমা অপার॥ তদন্তরে কহি শুন মুনি মহামতি। যে হেতু হইলাম আমি কচ্ছপ মুরতি॥ দীন হীন কৃষ্ণদাস কহে পদতলে। মন যেন রহে গুরুচরণ কমলে॥

কচ্ছপ অবতার উপাখ্যান।

পৃথিবীরে স্থাপিলাম জলের উপরে। ভাসিয়া উঠিল ক্ষিতি টলমল করে॥ অতএব চারি গিরি সৃজন করিয়া। গিরির শৃঙ্গেতে ক্ষিতি রহে আচ্ছাদিয়া॥ পর্ব্বত রহিবে

কিসে উপায় না দেখি। আজ্ঞা দিলাম পর্ব্বতেরে ধরহ বাসুকি॥ বাসুকি রহিবে কিসেনা দেখিউপায়। আপনি কচ্ছপ হয়ে পৃষ্ঠ দিলাম তায়॥ মম পৃষ্ঠোপরে ফণী আশ্রয় করিল। বাসুকি মস্তকে চারি পর্ব্বত ধরিল॥ পর্ব্বতের সঙ্গ ক্ষিতি রহে স্থির হৈয়া। কুর্ম্ম অবতার হই তাহার লাগিয়া॥ তদন্তরে শুনহ নারদ তপোধন। বরাহ মুরতি হই তাহারকারণ॥ কৃষ্ণদাস কহে ইহা করি মন স্থির। সময় কালেতে যেন পাই গঙ্গানীর॥

বরাহ অবতার উপাখ্যান।

যবে এই পৃথ্বী ছিল জলেতে ডুবিয়া। কেমনে তুলিব ক্ষিতি না পাই ভাবিয়া॥ অতএব বরাহ আকার আমি হয়ে। পৃথিবী বিদার করি জলে প্রবেশিয়ে॥ দশনে বিন্ধিয়া ক্ষিতি তুলিলাম উপরে। এই হেতু ধরিনু বরাহ কলেবরে॥ আর কহি মহামুনি শুন একচিত্তে। তদবধি সে রূপ ছিলাম পাতালেতে॥ হিরণ্যাক্ষ নামে এক ছিল দৈত্যপতি। মম অন্বেষণ সদা করয়ে দুর্ম্মতি॥ আমারসন্ধান পাইয়া দৈত্যের কুমার। পাতালে আসিয়া সেই চাহিল সমর॥ সাত দিন যুদ্ধ করিলাম অনিবার। অবশেষে দন্তাঘাতে করিনু সংহার॥ অতঃপর শুনহ নারদ তপোধন। যে হেতু নৃসিংহ রূপ শুন সে কারণ॥ কৃষ্ণদাস রচে ইহা পুরাণের সার। যত কিছু দেখ মিছা অসার সংসার॥

নৃসিংহ অবতার উপাখ্যান।

পয়ার। হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের ঈশ্বর। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে সে হয় সহোদর॥ প্রহ্লাদ নামেতে ছিল তাহার নন্দন। অতি বড় ভক্ত সেই আমা পরায়ণ॥ পড়িবারে দিল তারে গুরু পাঠশালে। কিছুই

না পড়ে শিশু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।। গুরু বলে এই পাঠ পড়হ কুমার। শিশু বলে সব মিথ্যা হরিনাম সার।। গুরু বলে তুমি কিবা হইলে বাতুল। শিশু বলে হরিনাম সকলের মূল॥ গুরু বলে শিশু পাঠ পড় একবার। শিশু বলে কৃষ্ণনামে হইব উদ্ধার।। দেখিয়া শিশুর কর্ম্ম ভয় পাইয়া মনে। ত্বরিতে জানাইল গিয়া ভুপতির স্থানে।। অবধান হও রাজা নিবেদন করি। প্রহ্লাদ না পড়ে পাঠ বলে হরি হরি।। ভুপতি শুনিয়া তবে অতি ক্রোধে বলে। কে আছে প্রহ্লাদে শীঘ্র আন সভাস্থলে।। দূত গিয়া শীঘ্রতর প্রহ্লাদে আনিল। অতিশয় ক্রোধে রাজা তারে জিজ্ঞাসিল।। কি পাঠ পড়িলে বাপু কহ দেখি শুনি। শিশু বলে কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি।। শুনিয়া নৃপতি তবে ক্রোধে কম্পবান। দূতে আজ্ঞা দিল বেটার বধহ পরাণ।। মম পুত্র হয়ে মম শত্রু নাম লয়। হস্তীর চরণ তলে ফেলহ উহায়॥ রাজ আজ্ঞা প্রহ্লাদেরে হস্তীতলে দিল। কৃষ্ণনাম লয়ে শিশু তাহে না মরিল॥ শুন্য হৈতে পুনর্ব্বার দিল ফেলাইয়া। বিষ খাওয়াইল তাহে যতন করিয়া॥ অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদেরে নিঃক্ষেপ করিল। তাহে না মরিল দেখি সমুদ্রে ফেলিল।। শুনহ নারদ মুনি কহিনু তোমারে। জলস্থলে অগ্নিতে কি মম ভক্ত মরে।। সমুদ্র দেখিল শিশু ভকত আমার। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল তাহার॥ ক্ষণেক বিলম্বে শিশু আসি উপনীত। দেখিয়া নৃপতি কোপে হইল বিস্মিত॥ প্রহ্লাদে চাহিয়া রাজা বলয়ে বচন। সমুদ্রে ফেলিলাম তোর না হলো মরণ॥ কেমনে বাঁচিলি তুই কহ সত্য কথা। অগ্নি জলে বাঁচে হেন মন্ত্র পালি কোথা।। হস্তী-

তলে বাঁচিলি বাঁচিলি বিষপানে। সিন্ধু মধ্যে ফেলিলাম আইলে কেমনে। শুনিয়া প্রহ্লাদ বলে কর যোড় করি। আমারে সতত রক্ষা করেন শ্রীহরি ॥ শুন পিতা তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না জানি। কেবল ভরসা তাঁর চরণ দুখানি ॥ রাজা বলে যদি তোরে রক্ষা করে সেই। সত্য করে কহ মোরে কোথা রহে সেই ॥ কাহার নন্দন সে কোথায় তার ধাম। কেমন মুরতি সেই কিবা তার নাম ॥ কোথায় পাইলি তুই তার দরশন। কেমনে তাহার সঙ্গে হইল মিলন ॥ এত শুনি কহে শিশু শুনহ বচন। কহি যে আমার প্রভু যেমন গঠন ॥ ত্রিভ-ঙ্গভঙ্গিম রূপ নবঘনশ্যাম। দীন হীন তরাইতে ধরেন কৃষ্ণনাম ॥ পিতা মাতা নাহি তাঁর নাহি বন্ধু ভাই। বসতি নির্ণয় নাহি থাকে সবঠাই ॥ হৃদয় মন্দিরে তাঁর পাইয়া দরশন। ধ্যানেতে তাহার সঙ্গে হইল মিলন ॥ এত শুনি কহে রাজা মহা ক্রোধ করি। কহিলি যে সর্ব্ব ঠাই থাকে তোর হরি ॥ এই জে স্ফটিক স্তম্ভ দেখ বিদ্যমান। ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান এত শুনি প্রহ্লাদ কহেন আরবার। ইহার ভিতরে প্রভু আছেন আমার ॥ ক্রোধে রাজা স্তম্ভোপরে মুষ্টিক মারিল। মুষ্টিক প্রহারে স্তম্ভ বিদার হইল ॥ শুন মুনি ভক্তবাক্য সত্য করিবারে। প্রবেশ করিলাম সেই স্তম্ভের ভিতরে ॥ হইনু বিরাট মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। সিংহের মস্তক হৈল নর কলেবর ॥ নরসিংহ রূপ হৈল এই সে কারণ। হিরণ্যকশিপু আমি করিনু নিধন ॥ উরুর উপরে রাখি নখে কৈনু চির। দৈত্যের নাড়িতে বেশ করিলাম শরীর ॥ রাজ সিংহাসনে বসাইনু প্রহ্লাদেরে। আশ্বাস অভয় আমি দিলাম তাহারে ॥ শুনহ নারদ

তুমি পূর্ব্বে ভারতী। দৈত্যের বিনাশ হেতু নৃসিংহ মুরতি॥ আর শুন পুর্ব্ব কথা কহি তপোধন। যে রূপ বলিরে আমি করিনু বঞ্চন॥ কৃষ্ণদাস কহে এই সুধার সুভাষা। হরিপদে থাকে মতি এই মোর আশা॥

বামন অবতার উপাখ্যান।

প্রহ্লাদের পৌত্র নাম বলি নৃপবর। অতি বড় দাতা বিরোচনের কোঙর। ইন্দ্রের সহিত বলি সদা দ্বন্দ্ব করে। বলির প্রতাপে ইন্দ্র স্থির হৈতে নারে। অমর হয়ে বলি ব্রহ্মার বরেতে। মারিতে না পারে ইন্দ্র পলায় ভয়েতে॥ একত্র হইয়া যত দেবতা সকলে। এক দিন গেল সবে ক্ষীরোদের কুলে॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায় আর অশ্বিনীকুমার। আমাকে কহিল সবে করি পরিহার আমি কহিলাম সবে যাও নিজ স্থানে। উপায় করিয়া বলি রাখিব বন্ধনে॥ এত বলি দেবগণে বিদায় করিয়া। বামন হইয়া জন্ম লইলাম গিয়া॥ কশ্যপ ঔরসে জন্ম আদিতি উদরে। হইলাম খর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দরে॥ এক দিন বলি রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল। দান নিতে দ্বিজগণে সকল চলিল॥ আমিহ গেলাম তথা সবার পশ্চাতে। আমারে দেখিয়া বলি লাগিল কহিতে॥ কহ খর্ব্ব বিপ্র তুমি কিবা চাহ দান। যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন॥ ঈষৎ হাসিয়া নৃপে কহিলাম আমি। দান আমায় দেহরাজা তিনপদ ভুমি॥ শুনিয়া বিরস রাজা কহে আরবার। তিন পদ ভুমি ছাড়ি চাহ কিছু আর॥ বহুধন বহুগ্রাম যত মনে লয়। মাগহ অবশ্য দিব দ্বিজ মহাশয়॥ আমি কহিলাম তাহে শুনহ রাজন বহুধন গ্রামে মোর নাহিপ্রয়োজন॥ তপস্বীব্রাহ্মণ আমি সদা তপ করি। ধনে গ্রামে কিবা কায নহি গৃহাচারি॥

তিন পদ ভুমি মোর হইবে বিস্তর। তথা বসি তপস্যা করিব নিরন্তর॥ এত শুনি শুক্রে ডাকি কহে নৃপবর। মন্ত্র পড়ি জল হস্তে দেহ শীঘ্রতর॥ পুরোহিত বলে দান না দেহ রাজন। বামন এ নহে কিন্তু নহেত ব্রাহ্মণ॥ আপনি আইল হরি তোমা ছলিবারে। দান দিলে বন্দি রায় হইবে সত্বরে॥ বলি বলে এই যদি প্রভু ভগবান। ভুমি কোন ছার তারে দিব নিজ প্রাণ॥ ইহার অধিক বাক্য কি আছে আমার। মম ভুমিদান হরি করিবে স্বীকার॥ সফল জীবন মম সফল জীবন। আমারে ছলিতে আইলা প্রভু নারায়ণ॥ পরাণ যাউক কিবা যাউক সর্ব্বস্ব। সত্য অঙ্গীকারদান দিবত সর্ব্বস্ব॥ পুরোহিত বাক্য রাজা না কৈল স্বীকার। নিজ হস্তে জল হেতু লইল ভৃঙ্গার॥ রাজ অমঙ্গল মনে মনে বিচারিয়া। ভৃঙ্গারের দ্বাররুদ্ধ করিলেন গিয়া॥ জল নাহি পড়ে হস্তে ভাবে নৃপবরে। কুশ দিতে কহিলাম ভৃঙ্গারের দ্বারে॥ আমার বচনে রাজা কুশাঘাত কৈল। কুশাঘাতে সেইক্ষণে নেত্র অন্ধ হৈল॥ শুক্র পলাইল ছাড়ি ভৃঙ্গারের দ্বার। জল হাতে লয়ে রাজা কহে পুনর্ব্বার॥ তিনপদ ভুমি বিপ্রে দান কৈনু আমি। উৎসর্গ করিলাম জল হস্তে লহ তুমি॥ হাতে হাতে দান আমি করিলাম গ্রহণ। হইলাম বিরাট মূর্ত্তি কাঁপে ত্রিভুবন॥ এক পদ স্বর্গে এক পদ মর্ত্ত্যে দিয়া। দুইপদে স্বর্গ মর্ত্ত্য লইলাম ব্যাপিয়া॥ আর পদ রাখিবারে নাহি দেখি স্থান। ডাকিয়া কহিলাম তবে বলি বিদ্যমান॥ তিন পদ ভুমি দান করিবে আমায়। দুই পদ পাইলাম কহিলাম তোমায়॥ আর এক পদ ভুমি তুমি নাহি দিবে। সত্য ভ্রষ্ট হইলে রাজা নরকে যাইবে॥ এতেক শুনিয়ে রাজা

হইল ফাফর। ভাবিতে ভাবিতে গেলা রাণীর গোচর রাণীকে কহিল রাজা সব বিবরণ। আমাকে ছলিতে আইল দেব নারায়ণ॥ তিন পদ ভুমি দান মাগিল আমারে। উৎসর্গ করিয়া আমি দিয়াছি তাঁহারে॥ দুই পদ স্বর্গ মর্ত্ত্য লইল সকল। আর পদ রাখিবারে নাহি দেখি স্থল॥ এই হেতু আইলাম তোমার হেথায়। বলহ যুকতি মম কি হবে উপায়॥ ধন প্রাণ যায় যদি সবংশেতে মরি। সেই ভাল যদি দান পুর্ণ করেন হরি॥ এতেক শুনিয়া রাণী রাজার সহিত। যথায় বামন দেব তথা উপনীত॥ প্রণাম করিয়া রাণী যোড় হাতে কয়। এক নিবেদন করি শুন দয়াময়॥ দুই পদ দেখি হে ভুবনে ত্রিচরণ। ত্রিপদে ত্রিপদ ভুমি পাবে নারায়ণ॥ সত্য দিব স্থান আমি সে পদ রাখিতে। আর এক পদ তব না পাই দেখিতে॥ রাণীর বচন শুনি নাভিস্থল হৈতে। আর এক পদ মোর হইল আচম্বিতে॥ নিজ চক্ষে সে পদ দেখয়ে রাজা রাণী। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখী সুবদনী॥ রাজাকে কহেন রাণী কিবা দেখ আর। মস্তক পাতিয়া তুমি দেহ আপনার॥ আমাকে কহিল চাহি স্থান লহ তুমি। রাখহ চরণ নয়তে দেখি আমি॥ সন্তুষ্ট হইনু শুনি রাণীর বচন। রাজার মস্তকে আমি দিলাম চরণ॥ পুষ্প বৃষ্টি করে তবে কহে দেবগণ। আনায়াসে বলি তুমি পাইলে চরণ॥ যে পদ যোগেন্দ্র যোগে না পায় ভাবিয়া। দ্রবময়ী গঙ্গা হৈল যে পদ ঘামিয়া॥ সে পদ মস্তকে তব দিলা ভগবান। ধন্য ধন্য বলি তুমি ধন্য পুণ্যবান॥ এতেক কহিয়া গেল যত দেবগণ। পরে যাহা করিলাম করহ শ্রবণ॥ নাগপাশে বান্ধি শেষে রাখি পাতালেতে। বলিরে কহিলাম ইন্দ্র

হইবে কলিতে। এরূপে করিলাম আমি বলিরে বঞ্চন। হইলাম বলির লাগি বামন ব্রাহ্মণ॥ শুনহ নারদ মুনি কহি আরবার। যে হেতু হইনু ভৃগুরাম অব-
কৃষ্ণদাস কহে ইহা পূরাণের সার। এ কথা শুনিলে জীব পাইবে নিস্তার॥

অথ ভৃগুরাম অবতার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে আছিল বাল্মীকি নরপতি। অপুত্রক ছিল রাজা নাহিক সন্ততি॥ যাগ যজ্ঞ করে সদা পুত্রের কারণ। অবিরত দেয় রাজা ব্রাহ্মণেরে ধন॥ দৈবযোগে রাজরাণী হৈল গর্ভবতী। দশমাসে প্রসবিল উত্তম সন্ততি॥ পুত্রমুখ দেখি রাজা হরষিত মন। অকাতরে ব্রাহ্মণেরে দিল বহু ধন॥ দেশ দেশান্তর হৈতে ব্রাহ্মণ আনিয়া। সন্তুষ্ট করিল রাজা নানা ধন দিয়া॥ যে যাহার স্থানে গেল যতেক ব্রাহ্মণ। রাজপুত্রে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন॥ দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে। পঞ্চম বৎসরের শিশু মৈল আচম্বিতে॥ পুত্রের মরণে রাজা শোকাকুল মন। অচেতন ভুমে পড়ি করয়ে রোদন॥ কতক্ষণে মহারাজ উঠিয়া বসিল। কি কারণে মৈল পুত্র ভাবিতে লাগিল॥ মিথ্যা যাগ যজ্ঞ হোম করিনু সকল। ব্রাহ্মণে দিলাম যত হইল বিফল॥ মিথ্যা বাক্য কহিলেক যতেক ব্রাহ্মণে। মিথ্যা আশীর্ব্বাদ কৈল আমার নন্দনে॥ ভৎসনা করিয়া বলে ডাকি দুতগণ। ফিরে আন ব্রাহ্মণে দিলাম যত ধন॥ এত বলি দুতগণে দিল পাঠাইয়া। দ্বিজ স্থান হইতে ধন লহ ফিরাইয়া॥ রাজ আজ্ঞা পায়ে দুত চলিল সত্বরে। দেশে দেশে এই কথা কহে সবাকারে॥ অবধান করি শুন যত দ্বিজগণ। বাল্মীক রাজার যত লই-

য়াছ ধন॥ সেই সব ধন সবে ফিরি আনি দেহ। কড়াবটী রাজার রাখিবে নাহি কেহ॥ যদি নাহি দেহ ধন রাখ ...। রাজ আজ্ঞা তার মাথা লইব কাটিয়া॥ এত শুনি দ্বিজগণ ভয়েতে কম্পিত। যেবা যত লয়ে ছিল দিলেন ত্বরিত॥ এক দ্বিজ অতি বড় দরিদ্র আছিলা। ধন লোভ করি কিছু লুকায়ে রাখিলা॥ কিঞ্চিৎ আনিয়া দিল দূতের সদন। ফিরিয়া দিলাম যত পেয়েছিলাম ধন॥ দূতগণ দ্বিজ স্থানে সেই ধন লয়ে। রাজার নিকটে তবে উত্তরিল গিয়ে॥ প্রত্যক্ষে নিলেক ধন যার যত ছিল। লিখন প্রমাণ রাজা বুঝিয়া পাইল॥ কিন্তু এক দ্বিজ ধন না দিল কিঞ্চিৎ। তাহা দেখি নরপতি ক্রোধেতে কম্পিত॥ ওরে দুষ্ট দ্বিজ মম আজ্ঞা না মানিয়া। প্রতারণা করে ধন রাখো লুকাইয়া॥ এতেক বলিয়া রাজা হাতে খড়্গ করি। চলি গেলা যথা সেই ব্রাহ্মণের পুরী॥ রাজাকে দেখিয়া দ্বিজ কাঁপে থর থর। মহাকোপে বলে রাজা শুনরে বর্ব্বর॥ মম আজ্ঞা না মানিয়া নাহি দিলে ধন। এক্ষণেতে খড়্গে তোর বধিব জীবন॥ এত বলি রাজা দ্বিজে করিল সংহার। ব্রাহ্মণ মণ্ডল মধ্যে হৈল হাহাকার॥ ঘরে ছিল যত ধন লইয়া সত্বরে। ত্বরিত গমনে গেলা আপনার পুরে॥ ব্রহ্মহত্যা বসুমতী সহিতে না পারি। আমার নিকটে আসি করিল গোহারী॥ অতএব ভৃগুরাম হয়ে অবতার। নিঃক্ষত্র করিনু ক্ষিতি তিন সাত বার॥ ক্ষত্রগণে পৃথিবীতে কারে না রাখিনু। ক্ষত্র রক্তে পৃথিবীরে স্নান করাইনু॥ শুনহ নারদ মুনি ব্রহ্মার কুমার। ক্ষত্র বিনাশিতে ভৃগুরাম অবতার॥ অতঃপর শুন রাম অবতার কথা। যে রূপে রাবণ মারি উদ্ধারি-

লাম সীতা ॥ কৃষ্ণদাস কহে তবে কৃষ্ণ পদতলে। মন যেন রহে গুরু চরণ কমলে।

শ্রীরাম অবতার উপাখ্যান।

পয়ার ॥ গরুড় নামেতে পক্ষী বিনতানন্দন। কশ্যপ ঔরসে জন্ম মহাবলবান॥ জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল বিস্তর। আহার মাগিতে গেল মুনির গোচর॥ গজ কচ্ছপেরে দেখাইয়া দিল মুনি। নখেতে বিন্ধিয়া পক্ষী লইল তখনি ॥ সম্মুখে দেখিল এক দীর্ঘ তরুবর। আহার করিতে বৈসে তাহার উপর॥ ভরেতে ভাঙ্গিল ডাল দেখি পক্ষীরাজ। বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির সমাজ॥ বালখিল্য মুনি আদি অনেক আছিল। ডাল-ভরে মরে পাছে গরুড় চিন্তিল॥ নখেতে লইল গজ কচ্ছপ বিন্ধিয়া। ঠোটেতে করিয়া ডাল চলিল উড়িয়া॥ বসিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়। সুমেরু শিখরে আসি হইল আরূঢ় ॥ মনোহর স্থান দেখি বিনতানন্দন। হরষিতে গজ কুর্ম্ম করিল ভক্ষণ॥ রক্ত মাংসে একাকার পর্ব্বত উপর। দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর॥ ঝঞ্ঝনা চিকুর শিলা ঘন বজ্রাঘাত। গরুড় উপরে ইন্দ্র হানয়ে নির্ঘাত॥ পাখা আচ্ছাদিয়া হরষিতে মাংস খায়। বারেক ইন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া না চায়॥ পরম আনন্দে মাংস করিল ভোজন। পাকশাট দিয়া পক্ষী উড়িল তখন॥ পাকশাট দিয়া তখন গরুড় উড়িল। সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গি সমুদ্রে পড়িল॥ স্বর্ণ দ্বীপ হৈল তাতে সমুদ্রের মাঝে। লঙ্কাপুরী বলি নাম থুইল দেবরাজে॥ কত দিনান্তরে তথা রাজা দশানন। বসতি করিল আসি ভাই তিন জন॥ মুনির ঔরসে জন্ম রাক্ষস উদরে। দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে ভয় করে॥ রাবণের

জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি অনুপম। ইন্দ্রকে জিনিয়া তার ইন্দ্রজিত নাম॥ ব্রহ্মজালে বান্ধিয়া আনিল পুরন্দরে। নাহি দিল ছাড়িয়া রাখিল লঙ্কাপুরে॥ ইন্দ্র বিনে শুন্য হৈল অমরনগর। সকল দেবতা আইল যথা লঙ্কেশ্বর॥ রাবণেরে কহিল যতেক দেবগণ। ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দেহ রাজা দশানন॥ রাবণ বলিল যদি সত্য কর সবে। তবে সে আমার ঠাই ইন্দ্রকে পাইবে॥ যাহারে যে আজ্ঞা আমি করিব যখন। আজ্ঞা মাত্র মম করিবে পালন॥ এত শুনি দেবগণ ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে শিকার করিল॥ দেবগণ বলে সত্য করিলাম রাজন! যে আজ্ঞা করিবে সবে করিব তখন॥ সত্যে বন্ধি করিয়া যতেক দেবগণে। কহিতে লাগিল তবে রাজা দশাননে॥ শুনহ চন্দ্রমা তুমি আমার আজ্ঞায়। পুর্ণমাসী নিত্য আসি হইবে উদয়॥ পুরন্দর পুষ্পহার গাথি দিবে মোরে। তপন ধরিবে ছত্র আমার উপরে॥ বৃহস্পতি পুত্রগণে পাঠ পড়াইবে। শমন অশ্বের তৃণ নিত্য যোগাইবে॥ মন্দ মন্দ সদাকাল রহিবে পবন। হেনমতে দেবগণে কৈল নিয়োজন॥ যখন যে আজ্ঞা রাজা করে দেবগণে। ভৃত্য সম সকলে খাটয়ে প্রাণপণে। এতেক দুর্গতি সবে সহিতে না পারি। ক্ষীরোদের কুলে আসি করিল গোহারি॥ আশ্বাসিয়ে দেবগণে বিদায় করিয়া। চারি অংশে জন্মিলাম-ভুতলে আসিয়া॥ অযোধ্যানগরে দশরথ নৃপবর। অতি বড় দাতা অজ রাজার কুমার॥ অপুত্রক ছিল রাজা তিন পাটরাণী। কৌশল্যা গর্ভেতে জন্ম লইনু আপনি॥ শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়া যতন। ভরত থুইল নাম কৈকেয়ী নন্দন॥ সুমিত্রার গর্ভে হৈল পুত্র দুই জন।

রাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ॥ হেনমতে চারি অংশে জন্মিলাম আপনি। বড়ই দুঃখের কথা শুন মহামুনি ॥ পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে। হরধনু ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে ॥ এক দিন দেখি দশরথ নরপতি। মন্ত্রণা করিল মোরে করিতে ভুপতি ॥ আ-য়োজন করি রাজা হরষিত মন। দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ॥ কৈকেয়ী নামেতে যিনি ভরত জননী। রাজার নিকটে তেঁহ আইল আপনি ॥ কহিতে লাগিল মাতা শুন নৃপবর। পুর্ব্বে সত্য করিয়াছ এবে দেহ বর ॥ রাজা বলে কোন দ্রব্য চাহ পাটরাণী। যাহা ইচ্ছা চাহ শীঘ্র দিবত এখনি ॥ মাতা বলে এই চাহি শুনহ রাজন। ভরতেরে রাজ্য দেহ রামে দেহ বন ॥ চৌদ্দ বৎসর রাম থাকিবেন বনে। এই বর চাই আমি তোমার সদনে ॥ শ্রুতমাত্রে ভুমিতলে পড়িল রাজন। শ্রীরাম বলিয়া রাজা হৈল অচেতন ॥ শুনিয়া গেলাম আমি পিতার গোচর। অনেক ডাকিলাম আমি না পাই উত্তর ॥ পিতৃসত্য পালিবারে যাই আমি বনে। সঙ্গেতে চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণে ॥ অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া লইল। জটা বাকল পরাইয়া বিদায় করিল ॥ রহিলাম চিত্রকুট পর্ব্বত যথায়। তিন দিনান্তরে ভরত আইল তথায়। মাতুলের গৃহ হৈতে আসি দুই জন। জননীর মুখেতে শুনিল বিবরণ ॥ মম বনবাস শুনি ভরত দুর্জ্জয়। ক্রোধেতে আপন মায়ে কাটিবারে যায় ॥ নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জননী। মাতৃ বধ কৈলে বাপু কি হবে না জানি ॥ মায়ের বচনেতে ভরত সাম্য হৈল। গর্জ্জিয়া আপন মায়ে কহিতে লাগিল ॥ আরে আরে পাপীয়সী কি তোর জীবনে। কেমনে পরাণ

ধরি রামে দিলে বনে।। উচিত না হয় তোর মুখ দেখিবারে। এতেক বলিয়া ভরত আইল বাহিরে।। রাজার নিকটে আসি করিয়ে রোদন। মম শোকে নরপতি ত্যজিল জীবন।। তপ্ত তৈল মাঝে রাখি রাজকলেবর। ভরত আইল তবে আমার গোচর।। সহ পরিবার যত অযোধ্যা নিবাসী। আমার নিকটে সবে উত্তরিল আসি।। অনেক কহিল মোরে বিনয় বচন। তুমি অযোধ্যায় আইস আমি যাই বন।। রাজা আজ্ঞা না করিল আসিতে কাননে। তুমি কেন আইলে প্রভু পাপিনী বচনে।। আমি কহিলাম তুমি রাজা হও গিয়ে। প্রজার পালন কর পিতা সম হয়ে।। অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ভরতেরে। অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম তাহারে।। রাজসিংহাসনে রাখি পাদুকা আমার। হেনমতে ভরত পালেন রাজ্যভার।। হেথা চিত্রকুট ধামে থাকি তিন জন। মৃগয়া করেন নিত্য অনুজ লক্ষ্মণ।। হেন মতে তৃতীয় বৎসর তিন মাস। পরম কৌতুকে আমি তথা কৈনু বাস।। দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন। তথা হৈতে গেলেম মোরা পঞ্চবটীবন। সুর্পণখা নামে তথা আছে নিশাচরী। রাবণের ভগ্নী সেই নিকষাকুমারী। দীর্ঘনাসা দীর্ঘ দন্তা দীর্ঘ দীর্ঘ কেশী। এই মতে বনে ষাটি হাজার রাক্ষসী।। এক দিন মায়া করি আইল সুর্পণখা। লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়ে দিল দেখা।। মায়া নিশাচরী সেই লাগিল কহিতে। বড় ইচ্ছা হয় মম তোমারে ভজিতে।। এত শুনি লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ। স্ত্রীবধ না করিয়া কাটিল নাক কাণ।। অপমান পেয়ে সেই লক্ষ্মণের হাতে। নিবেদিল সব কথা রাবণ সাক্ষাতে।। ভগ্নীর দুর্গতি দেখি ক্রোধিত

রাবণ। মারীচ সহিত আসি পঞ্চবটীবন ॥ মারীচ হইল মায়ামৃগ কলেবর। সম্মুখেতে নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর॥ দেখিতে দেখিতে মৃগ গেল বনান্তরে। আমিহ গেলেম সেই বনের ভিতরে॥ এক বাণে বধিলাম মৃগের জীবন। প্রাণ ত্যাগ কালে কৈল ভাই রে লক্ষ্মণ। শুনিয়া লক্ষ্মণ আইল মম অন্বেষণে। শূন্যগৃহ পেয়ে সীতা হরিল রাবণে॥ মৃগ মারি আইলাম ভাই দুই জন। সীতা না দেখিয়া দোঁহে করিয়া রোদন॥ বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। সন্ধান পাইনু পক্ষী জটায়ুর ঠাঞি॥ রাবণ হরিয়া সীতা গেল লঙ্কাপুরে। শুনিয়া ব্যাকুল চিত্ত দুই সহোদরে॥ বনে বনে ভ্রমি দোঁহে করিয়া রোদন। পঞ্চকপি সঙ্গে তথা হইল মিলন॥ নল নীল সুগ্রীব আর হনু জাম্বুবান। এই পঞ্চ জন তথা বানর প্রধান॥ সীতার বারতা আমি কহিলাম তারে। শুনিয়া সুগ্রীব তবে কহিল আমারে॥ বালীরাজা আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তার ভয়ে সশঙ্কিত থাকি নিরন্তর॥ তুমি যদি পার তারে করিতে সংহার। সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার॥ এত শুনি দুই ভায়ে হরষিত হয়ে। বালীকে করিলাম বধ প্রকার করিয়ে॥ অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল। আমাকে নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল॥ কহপ্রভু এ কেমন বিচার তোমার। বিনাদোষে বধ কৈলে জনক আমার॥ কোন অপরাধ পিতা কৈল তব ঠাঞি। এ কর্ম্ম উচিত তব না হয় গোসাঞি॥ শুনিয়া তাহার বাক্য হইনু লজ্জিত। কহিলাম অঙ্গদ বর-মাগো মানোনীত॥ ক্রোধ মনে অঙ্গদ কহেন পুনর্ব্বার। বর যদি দিবে শুন বচন আমার॥ বিনাদোষে তুমি মম বধিলে পিতারে। তোমারে বধিব

আমি তেমতি প্রকারে।। শুনিয়া তথাস্তু বাক্য কহিলাম তারে। কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে।। ব্যাধের কুলেতে জন্ম তোমার হইবে। মৃগ অনুসারে বধ আমারে করিবে।। বর পেয়ে হরষিত অঙ্গদ হইল। সীতার বারতা আসি তাহারে কহিল॥ শুনিয়া সে সব কথা বালীর নন্দন। বানর কটক ঠাট কৈল ততক্ষণ সীতা অন্বেষণ হেতু গেল হনুমান। লঙ্কা দগ্ধ কৈল বীর পবন সন্তান।। সীতার সংবাদ আনি দিল মম ঠাই। শুনি হর্ষ হইলাম আমরা দুই ভাই।। বিভীষণ নামে রাবণের ভাই ছিল। মৈত্র বলি মম স্থানে আসিয়া মিলিল।। পাষাণে জলধিজল করিয়া বন্ধন। লঙ্কায় প্রবেশ করি কৈল বহু রণ।। একলক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সওয়া লক্ষ। সংহার করিলাম কত রথী লক্ষ লক্ষ।। অবশেষে রাবণেরে করিনু সংহার। হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার।। বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়। চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আসি অযোধ্যায়।। শুনহ নারদ এই পুরাণের সার। রাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার॥ কহি তবে শুনহ নারদ তপোধন। বলরাম অবতার হৈল যে কারণ।। নারদ সংবাদ কথা অমৃত সমান। কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান।।

বলরাম অবতার উপাখ্যান।

পয়ার। অনন্ত বৃত্তান্ত কথা শুন তপোধন। রাম অবতার আমি হলাম যখন।। লক্ষ্মণ সহায় করি বধি দশাননে। বিস্তর পাইলাম দুঃখ ভাই দুই জনে।। সে সব দুঃখের কথা বিস্তর কাহিনী। রামায়ণে শুনিয়া থাকিবে মহামুনি॥ তার মধ্যে তপোধন শুন চমৎকার চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণ অনাহার।। নিদ্রা শুন্য চতুর্দ্দশ

বৎসর লক্ষ্মণ। আর নাহি হেরে বীর নারীর বদন॥ এরূপে অনেক তপ কঠোর করিল। তাহার কারণ আমার স্বীকার হইল॥ পর জন্মে জ্যেষ্ঠ হবে শুন রে লক্ষ্মণ। কনিষ্ঠ হইয়া পদ করিব সেবন। এই হেতু হইনু বলরাম অবতার। অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথা কহিলাম সার॥ আমি জন্মিলাম মাত্র লীলার কারণ। অবতার মধ্যে নাহি শুন তপোধন॥ অতএব কহি শুন বুদ্ধ অবতার। যে রূপে হইল শুন প্রকার তাহার॥ বল-রাম পদাম্বুজে রহুক মম আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

বুদ্ধ অবতার উপাখ্যান।

এই যে আমার বংশ কিছু না রহিবে। আত্ম বন্ধু যুদ্ধ করি সকলে মরিবে॥ একা আমি নিম্ব বৃক্ষে রহিব যখন। বালীর নন্দন ব্যাধ বধিবে তখন॥ অঙ্গদ পূর্ব্বের বরে হইবে কিরাত। মৃগ অনুসারে বাণ হানিবে নির্ঘাত সেই অস্ত্রাঘাত তেঁহ আমারে বধিবে। পাণ্ডব অর্জ্জুন মম সৎকার করিবে॥ অবশেষে অস্থি মম যে কিছু রহিবে। ব্যাধগণে সেই অস্থি লইয়া যাইবে॥ নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন। নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব্বজন সেইরূপ কত দিন থাকিব গোপনে। যে রূপে প্রকাশ হব শুনহ শ্রবণে॥ এক দিন ব্রহ্মা যাবেন কৈলাস শিখরে। কহিবেন এই কথা দেব দিগাম্বরে॥ শুনহ পার্ব্বতীকান্ত বচন আমার। কেমনে হইবে প্রভু বুদ্ধ অবতার॥ ব্যাধগণে রাখিয়াছে করিয়া গোপন। দরশন তাহার না পায় কোন জন॥ নীলগিরি মধ্যে অতি গোপনীয় স্থান। কোথায় রাখিল কেহ না পায় সন্ধান॥ যদি তাঁর দরশন কেহ না পাইবে। কেমন করিয়া লোক

নিস্তার হইবে॥ শুনিয়া ব্রহ্মারে হর করিয়া বিদায়। হস্তিনার রাস্তা যথা আসিবে তথায়॥ ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ দেবশুলপাণি। রাজারে কহিব শুন শুক নৃপমণি॥ ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি রাখ এক কীর্ত্তি। নারায়ণ স্থাপনা করহ এক মূর্ত্তি॥ নীলগিরি মধ্যে নীলমাধব আছয়। তাঁহারে স্থাপনা কৈলে বড় কীর্ত্তি হয়॥ এত বলি নারায়ণ হলেন অন্তর্ধান। বহু যত্নে রাজা মম পাইবে সন্ধান॥ যত্ন করি আমারে আনিবে ওথা হৈতে। স্থাপন করিবে জলনিধির কুলেতে॥ তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি। ওই নিম্ববৃক্ষ ভাসি আসিবে আপনি॥ সেই কাষ্ঠে চারি মূর্ত্তি হইবে গঠন॥ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন॥ সুবর্ণের পুরী এক করিয়া নির্ম্মাণ। বিধিরে লইতে আজ্ঞা করিবেক ধ্যান॥ কতকাল নরপতি তপস্যা করিবে। এখানে সুবর্ণপুরী বালিতে ঢাকিবে॥ হেনমতে তিনবার ঢাকিবে প্রাচীর। অবশেষে হইবেক পাষাণ মন্দির॥ ব্রহ্মার তপস্যা পুর্ণ করিবে রাজন। তবে আসি মহারাজ করিব স্থাপন॥ হেনমতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার। হইব কহিনু মুনি প্রকার তাহার॥ একবার সেই রূপ যে দেখে নয়নে। পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় লিখিল পুরাণে॥ কহিলাম বুদ্ধ অবতারের কথন। কল্কিরূপ কহি এবে শুন তপোধন॥ কৃষ্ণদাস কহে এই অবতার সার। যে দেখে তাহার জন্ম নাহি হয় আর॥

অথ কল্কি অবতার উপাখ্যান।

কলি যুগ অবতার হইবে যখন। বড়ই দুঃখিত লোক হইবে তখন॥ এ বড় নিগুঢ় কথা শুনহ শ্রবণে। জন্ম লব বিষ্ণু শর্ম্মা দ্বিজের ভবনে॥ সংহার কারণে আমি কল্কি রূপ হব। তৃণ আদি পৃথিবীতে কিছু না রাখিব॥

শ্বেত অশ্বে শ্বেতমুর্ত্তি করিয়া ধারণ। খড়্গ চর্ম্ম দুই হাতে সংহার কারণ॥ দ্বাদশ তপন আদি উদয় হইবে। কিরণে হইবে ভস্ম কিছু না রহিবে॥ মুষলের ধারে বৃষ্টি বরিষবে অতি। পুনঃ নিরাকার হবে না রহিবে ক্ষিতি॥ পুনর্ব্বার বটপত্রে শয়ন করিয়া। জলের উপরে আমি বেড়াব ভাসিয়া॥ শুনহ নারদ মুনি ব্রহ্মার কুমার। দশ অবতার কথা কহিলাম সার॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

ঋষি উক্তি।

এতেক শুনিয়া মুনি বলে হরি হরি। তোমার মহিমা প্রভু কহিতে না পারি॥ অনন্ত পুরুষ তুমি অনন্ত মহিমা। আমি কি কহিব বেদে দিতে নারে সীমা॥ কিন্তু এক জিজ্ঞাসিতে মনে করি আশ। দয়া করি কহ যদি দেব শ্রীনিবাস॥ দশ অবতার কথা শুনিলাম শ্রবণে। কৃপা করি কহ যদি নিজ বিবরণে॥ তুমি যদি অবতার মধ্যে নহ হরি। কি হেতু জনম তব হয় শ্রীমুরারি॥

কৃষ্ণ উক্তি।

আয়ান বৃষভানু দৈবকী যশোদার তপস্যা।

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ব্রহ্মার নন্দন। কহিব তোমারে আমি সে সব কথন। ত্রেতাযুগে ছিল এক ব্রাহ্মণ কুমার। আজন্ম তপস্যা বিপ্র করিল বিস্তর॥ কি কব তপস্যা কথা বড়ই কঠোর। সদয় হইয়া তারে দিতে আইনু বর॥ বিপ্র বলে যদি বর দিবে চক্রপাণি। হইবে তোমার লক্ষ্মী আমার গৃহিনী॥ আশ্চর্য্য শুনিয়া আমি করিলাম গমন। তপস্যা করিয়া বিপ্র ত্যজিল জীবন॥ পুনঃ জন্ম হয়ে বিপ্র তপ আরম্ভিল।

মম দেখা না পাইয়া সে দেহ ত্যজিল।। হেনমতে ছয় জন্ম গেল তপস্যায়। সপ্ত জন্মে তপ পুনঃ করে দ্বিজরায়।। এক চিত্ত হয়ে যেবা ধেয়ায় আমারে। রহিতে না পারি দেখা দিলাম তাহারে॥ কহিলাম শুন ওহে ব্রাহ্মণ কুমার। ধ্যানভঙ্গ করি লহ মনোনীত বর॥ বিপ্র বলে তুমি যদি কর প্রভু দয়া। তোমার লক্ষ্মীরে মম করি দেহ জায়া।। শুনহ নারদ আমি ভক্তের অধীন। ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ করি রাত্র দিন॥ ভক্তের আকাংক্ষা লক্ষ্মী করিতে গৃহিণী। তথাস্তু বলিয়া বর দিলাম আপনি।। শুন বিপ্র পুনর্জন্মে লক্ষ্মী পাবেতুমি। এত বলি অন্তর্ধ্যান হইলাম আমি।। সেই বিপ্র আসিয়া জন্মিল বৃন্দাবনে। যাহারে আয়ান ঘোষ বলে সর্ব্বজনে॥ বৃকভানুসুতা রাধা লক্ষ্মী স্বরূপিণী। আয়ানেরভার্য্যা হৈল সেই হেতু মুনি॥ সাত জন্ম তপ করি লক্ষ্মীরে পাইল। জন্মিয়া বালক কালে ক্লীবত্ব হইল॥ লীলা হেতু হইলাম আমি অবতার। পূর্ব্বের বচন মুনি কহি শুন আর॥ বৃকভানু রাজা সেই শ্রীমতীর পিতে। পূর্ব্ব জন্মে তার তপ আশ্চর্য্য শুনিতে॥ উর্দ্ধ পদে হেঁট মুণ্ডে থাকে নিরন্তর। হেনমতে তপ কৈল দ্বাদশ বৎসর॥ পুনর্ব্বার তপ আরম্ভিল বৃকভানু। হিমেতে জলেতে থাকে ডুবাইয়া তনু॥ গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুণি। মধ্যেতে বসিয়া তপ করে নৃপমণি॥ বরিষা কালেতে থাকে বিনা আচ্ছাদনে। দেখিয়া কঠোর তপ ভাবে দেবগণে।। এমতি করিল তপ বিংশতি বৎসর। সাক্ষাৎ হইয়া তারে দিতে গেলাম বর।। রাজা বলে যদিবর দিবে চক্রপাণি। আমার পুত্রীর বশ হইবে আপনি।। আমি কহিলাম রাজা বর পাইলে তুমি। তোমার কন্যারবশ সদা হব আমি।। এই

হেতু বৃকভানু পুত্র লক্ষ্মী হৈল। তপস্যার ফলে তেঁই আমারে পাইল॥ এই সে কারণে মম কৃষ্ণ অবতার। পুর্ব্বের বচন মুনি কহি শুন আর॥ সাত জন্ম দৈবকী করয়ে আরাধনা। কৃষ্ণ যদিপুত্র হয় পুরাই বাসনা॥ শুন মুনি ভকতের বাঞ্ছা পুরাইতে। জনম লইলাম আমি দৈবকী গর্ভেতে॥ তিন জন্মে যশোদার এই সে কামনা পুত্র সম পালি কৃষ্ণ মনের বাসনা॥ কৃষ্ণ মম পুত্র হবে ইহা না কহিল। অতএব তার গর্ভে জন্ম না হইল। দৈব কীর গর্ভেতে যে জন্মিয়া আপনি। মায়াতে হইলাম না জানিল নন্দরাণী॥ পুত্র সম পালিবারে কৈল আরাধনা গর্ভেতে না জন্মিয়া তাঁর পুরাই কামনা॥ শুনহ নারদ আমি কহি পুনর্ব্বার। যে হেতু হইল মম কৃষ্ণ অবতার॥ কংস নামে মথুরাতে আছিল রাজন। পদাঘাতে পৃথিবীকে করিল তাড়ন॥ কান্দিতে কান্দিতে গেল যথা প্রজাপতি। কর ঘোড় করিয়া কহেন বসুমতী॥ অবধান কর ব্রহ্মা নিবেদন করি। কংসের তাড়না আমি সহিতে না পারি॥ চরণ আঘাত কৈল হৃদয়ে আমার। উচিত করহ দণ্ড যে হয় বিচার॥ এত শুনি সঙ্গেতে লইয়া দেবগণ। ক্ষীরোদের কুলেব্রহ্মা করিলস্তবন॥ শুন্যবাণী কহিলাম শুন সকলেতে। কংস ধংস হেতু জন্ম লব পৃথিবীতে॥ শুন মুনি কংসেরে নিধন করিবারে। কৃষ্ণ অবতার মম গোকুল নগরে॥ আর কহি শুন মুনি পুর্ব্বের কথন। জন্ম নিল পৃথিবীতে যত দৈতগণ॥ দৈত্যভার বসুমতী সহিতে না পারি। আমার নিকটে আসি করিল গোহারী॥ কহিলাম বসুমতী না ভাবহ আর। অবতার হব তব নিবারিতে ভার॥ শুনহ নারদ এই অপুর্ব্বকাহিনী ছয় কর্ম্ম সাধিবারে জন্মিলাম আমি॥ বৃন্দাবনে লীলা

আর কংশের নিধন। যশোদার পুত্রভাব দৈবকী নন্দন ব্রকভানু রাজার মানস পুরাইতে। আর দেখ পৃথিবীর ভার নিবারিতে॥ নারদ কহেন প্রভু কহ বিস্তারিয়া। কেমনে দৈবকী গর্ভে জন্মিলা আসিয়া॥ কি রূপেতে যশেমতি পাইল তোমারে। কেমনে করিলে লীলা কহিবে আমারে॥ কিরূপেতে ব্রকভানু বাঞ্ছা পুরাইলে। পৃথিবীর ভার তুমি কেমনে হরিলে॥ কি রূপেতে কংস ধ্বংস করিলে আপনি। কৃপা করি কহনাথ দেব চক্রপানি

লীলা উপাখ্যান।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন নারদ মহাশয়॥ বিস্তারিয়া সেই কথা কহিব তোমায়॥ ভাদ্রমাস কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী তিথিতে। আসিয়া লইলাম জন্ম দৈবকী গর্ভেতে॥ কংস ভয়ে পিতা মম কোলেতে করিয়ে। কন্যা লয়ে নন্দ গৃহে রাখিলেন গিয়ে॥ না জানিল নন্দ না জানিল নন্দরাণী। পুত্র সম পালিলেন যশোদা জননী॥ গোচারণ করি নিত্য নন্দের আলয়। হেনমতে তথায় কতেক দিন যায়॥ শিশুকালে বধিলাম পুতনা রাক্ষসী। অঘাসুর বকাসুর বধিলাম কেশী॥ শুনহ নারদ সেই রহস্য কাহিনী। চুরি করি এক দিন খাইলাম ননী॥ গোপিকার স্থানে শুনি যশোদা জননী। ক্রোধ করি দুই করে বান্ধিল অমনি॥ উদুখলে রাখে রাণী করিয়া বন্ধন সেই উদুখল সহ করি পলায়ন॥ জমল অর্জ্জুন নামে ছিল দুই গাছ। উদুখল সহ যাই লয়ে তার কাছ॥ উদুখল ব্রক্ষে লাগে না পারি যাইতে। অকস্মাৎ ভাঙ্গি ব্রক্ষ পড়িল ভুমেতে॥ পরশে হইল মূক্ত দুই তরুবর। স্বস্থাতে গেল স্তব করিয়া বিস্তর॥ কালীদহে কালীনাগে করিলাম উদ্ধার। ব্রজাঙ্গনা সহ লীলা

করিলাম অপার॥ বৃন্দাবনেক্রীড়া করিলাম যে আপনি। কহিতে সে সব কথা অশেষ কাহিনী॥ তদন্তরে শুনহ নারদ মুনিবর। মথুরায় আইলাম সঙ্গে হলধর॥ কংসেরে নিধন করি রহিলাম তথা। কারাগার হৈতে মুক্ত করিলাম পিতা॥ হেন মতে কত দিন থাকিয়া তথায়। দ্বারকানগরে মুনি আসি পুনরায়॥ আর কহি শুন মুনি হয়ে এক মন। পূর্ব্বে যত দৈত্যগণ হইল নিধন॥ সেই সব দৈত্যগণ জন্মিল ভারতে। মহাবলবান হৈল ক্ষত্রিয় কুলেতে॥ প্রধান প্রধান নাম শুন মুনিবর। জরাসন্ধ শিশুপাল রুক্মি নৃপবর॥ নীলধ্বজ শিখীধ্বজ আদি যত রাজা। ধৃতরাষ্ট্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি মহাতেজা॥ শাল্ল সোমদত্ত আর সুবল সৌবল। জরাসন্ধ সমকাল সুশর্ম্মা প্রবল॥ ভগদত্ত জয়দ্রথ যত মহীপাল। বিরাট দ্রুপদ ভুরিশ্রবা চেকিতান॥ এ অবধি আঠারো অক্ষৌহিণী দৈত্য হৈল। দুর্ব্বল না হয় কেহ সবে মহাবল॥ পৃথিবী হইল ভার সহিতে না পারে। নিবেদন কৈল গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥ আশ্বাসিয়া বসুন্ধরে বিনয় বলিয়ে। ইন্দ্র আদি দেবগণ বিদায় করিয়ে॥ ক্ষীরোদের কুলে আসি কহিল আমারে। উপায় চিন্তিয়া আমি কহিনু সবারে॥ মনুষ্য হইয়া জন্ম লহ পৃথিবীতে। আমিহ জন্মিব গিয়া সবারপশ্চাতে॥ উপায় করিয়া দৈত্য করহ সংহার॥ চিন্তা নাই পৃথিবীর নিবারিব ভার। এত শুনি দেবগণ হরষিত হৈল। পৃথিবীতে আসি সবে জনম লইল॥ ধর্ম্ম অংশে জন্মিলে নাম যুধিষ্ঠির। পবন বংশেতে জন্ম বৃকোদরবীর॥ ইন্দ্র অংশে জন্মিলেন অর্জ্জুন নামেতে। অশ্বিনীকুমার অংশে মাদ্রীর গর্ভেতে নকুল হইল এক সহোদেব আর। এই পঞ্চ জন

হৈল পাণ্ডুর কুমার॥ বিচ্ছেদ কারণ আমি পাঠাই কলিরে। অংশ রূপে জন্ম হৈল গান্ধারী উদরে॥ কুরু-পত্নী ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন। অতি খল মূঢ়মতি নাম দুর্য্যোধন॥ সহকারী শতভাই হইল তাহার। সম্বন্ধেতে জ্ঞাতি ভাই পাণ্ডুব কুমার॥ রাজ্য হেতু তারা সব করিল বিবাদ। যুধিষ্ঠির স্থানে আসি শুনিনু সংবাদ॥ বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইলাম আমি। কহিলেন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ভূমি॥ পূর্ব্বের নিব্বন্ধ আছে কে করে খণ্ডন। হইল তুমুল যুদ্ধ শুন তপোধন॥ হইলাম সারথি আমি অর্জ্জুনের রথে। বসুমতী ভার নিবারিতে কোন মতে॥ পাণ্ডবের সেনা হৈল সাত অক্ষৌহিণী। রণ সজ্জা করি সবে চলিল তখনি॥ দশ দিন যুদ্ধ করি ভীস্ম মহাশয়। শয়ণ করিল তেঁহ শরের শয্যায়॥ পঞ্চ দিন যুদ্ধ কৈল দ্রোণ মহাবীর। তিন দিন পরে পড়ে ক-র্ণের শরীর॥ অবশেষে দুর্য্যোধন হ্রদে প্রবেশিল। তথা হৈতে উপায় করিয়া আনা গেল॥ ভীম হস্তেগদাঘাতে নিধন হইল। হেন মতে ভীম বীর বহু যুদ্ধ কৈল॥ একে একে সকলের হইল সংহার। হেন মতে পৃথিবীর নিবা-রিনু ভার॥ কুরু আরপাণ্ডব আঠারো অক্ষৌহিণী। ইতি মধ্যে রক্ষা মাত্র পায় দশ প্রাণী॥ কৃপ কৃতবর্ম্মা আর গুরুর নন্দন। সাত্যকী আপনি আর ভাই পঞ্চজন॥ কৌরবের তিন পাণ্ডবের সাতজন। এই দশজন মাত্র পাইল জীবন॥ তদন্তরে শুনহ নারদ তপোধন। অশ্বমেধ আরম্ভিল ধর্ম্মের নন্দন। স্বর্গ আরোহণ সচিন্তিত মন। রাজ্য ভোগ করি স্বর্গে করিল গমন॥ রাজার মনের কথা অর্জ্জুন বুঝিল। মনে২ ধনঞ্জয় ভাবিতে লাগিল॥ কিছু কাল রাজা জদি না যায় স্বর্গেতে। রাজ্যসুখ ভোগ

করি মনের বাঞ্ছিতে ॥ রাজ্য হেতু বহুদুঃখ পাইনু কাননে ॥ ভিক্ষা করি উদর পুরিয়া পঞ্চজনে ॥ বনে বনে নানা কষ্ট পাইলাম বিশেষ। ভ্রমণ করিলাম হয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ॥ সম্বৎসর ভৃত্য হয়ে বিরাট ভবনে। ক্লীব হয়ে ভৃত্য রূপে রহি সঙ্গোপনে ॥ উত্তরের দাস কর্ম্মে হইলাম সারথি। কুরুক্ষেত্রে বিনাশিলাম ভাই বন্ধু জ্ঞাতি ॥ রাজ্য হেতু বধিলাম পিতামহ ভীষ্ম। দ্রোণ গুরু বধিলাম হয়ে তাঁর শিষ্য ॥ বাণেতে জর্জ্জর তনু করিয়া সংগ্রাম। অবিরত কৈলাম যুদ্ধ নাহিক বিশ্রাম ॥ বহু ক্লেশ করিয়া পাইলাম রাজ্যচয়। কিছু কাল রাজ্য ভোগ কৈলে ভাল হয় ॥ এত যদি অর্জ্জুন চিন্তিল মনে মনে। আভাবে জানিলাম আমি সে সব কথনে ॥ রাজ্য সুখ করিবারে হইল মনেতে। অনিত্য সংসার সুখ হৈল দেখাইতে ॥ ছল করি এক দিন কহিলাম অর্জ্জুনে। চল সখা যাই দোঁহে কানন ভ্রমণে ॥ আমার বচনে পার্থ চলিল ত্বরিতে। এক রথে যাই দোঁহে হয়ে হরষিতে ॥ কথোপকথনে নানা প্রসঙ্গ হইল। মনে দর্প করি পার্থ কহিতে লাগিল ॥ বিস্তর করিলাম যুদ্ধ না যায় বর্ণন। মহারথীগণে আমি করিলাম নিধন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর সিন্ধুর কুমার ॥ একেলা করিলাম আমি সাবারে সংহার। কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ অদ্ভুত হইল। এমত তুমুল যুদ্ধ কেহ না দেখিল ॥ শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহিলাম পার্থেরে। মহাবলবান তুমি ইন্দ্রের কুমারে ॥ করিলে অদ্ভুত যুদ্ধ চড়ি এক রথে। মহারথীগণে বধ করিলে রণেতে ॥ অসঙ্খ্য মারিলে সৈন্য না যায় বর্ণন। নারায়ণী সেনা তুমি করিলে নিধন ॥ বলিতে বলিতে উত্তরিলাম কাম্যবনে। ধ্যানেতে লোমশ মুনি বসিয়া

যেখানে॥ সম্মুখে আছয়ে এক পত্রের কুটির। উর্দ্ধে আচ্ছাদন মাত্র নাহিক প্রাচীর॥ বুঝাইয়া পার্থ আমি সুধাই মুনিরে। কি হেতু কুটীর নাহি বান্ধ ভাল করে॥ দুরন্ত বরিষা ঋতু রৌদ্র খরতর। কেমনে থাকহ এক কুটীর ভিতর॥ এত শুনি মুনিবর কহেন আমায়। এক ইন্দ্রপাত হৈলে এক লোম যায়॥ এমতে সকল লোম যাইবে যখন। তবে সে আমার দেহহইবে পতন॥ পুনঃ কহিলাম আমি শুন মুনিবর। এত পরমায়ু তবু নাহি বান্ধ ঘর॥ মুনি বলে সেই কতকাল নারায়ণ। দেখিতে দেখিতে দিন করিবে গমন॥ আপন সুখের হেতুর বৃথা ঘর দ্বার। তব পদে মতি থাকে এই সুখ সার॥ এতেক বচন যদি কৈল মুনিরাজ। অন্তরেতে পার্থ তবে পাইল বড় লাজ। এতকাল বাঁচিবে লোমশ তপোধন। তথাপি সুখের হেতু না বান্ধে ভবন॥ আমি কত কাল জীব রাজ্য করি আশ। গোবিন্দ চরণ বিনা সকল নৈরাশ॥ এতেক ভাবিয়া পার্থ স্থির কৈল চিত। রাজার সহিত স্বর্গে যাইব নিশ্চিন্ত॥ পার্থের ঘুচিল ভ্রান্তি মুনির বচনে। তথা হৈতে পুনর্ব্বার যায় দুই জনে॥ দর্প করেছিল পার্থ করিয়া সমর। ভুষণ্ডি কাকের ঠাই গেলেন সত্বর॥ ভুষণ্ডি বায়স আছে বসিয়া ডালেতে॥ জিজ্ঞাসিলাম কতকাল আছ এখানেতে॥ ভুষণ্ডি বলিল আছি চারি যুগ হেথা। কেবা দুই জন হও সত্য কহ কথা॥ শুনি কহিলামআমি কৃষ্ণ অবতার। অর্জ্জুন ইহার নাম পাণ্ডুর কুমার॥ চারি যুগে আছে তবে সকলি জানহ। এক কথা জিজ্ঞাসিব সত্য করি কহ॥ কোন যুদ্ধ অধিক হইল কার সনে। সত্য করি কহ কাক মম বিদ্যমানে॥ ভুষণ্ডি বলিল তবে শুনহ ঠাকুর। শক্তি সহ যুদ্ধ

যবে করিল অসুর॥ রক্তবীজ মহিষাসুর দানব প্রভৃতি। সংহারিলেন ভগবতী ভৈরব মুরতি। সে সব যুদ্ধের কথা কি দিব বাখান। ডালে বসি উর্দ্ধ মুখে রক্ত কৈলাম পান ত্রেতাযুগে যুদ্ধ হৈল শ্রীরাম রাবণ। ডালে বসি রক্ত পিয়েছিলাম তখন॥ কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ গণনে না যায়। ঠুকরিয়া রক্ত খাইতে চঞ্চু গেল ক্ষয়॥ ভুষণ্ডি বলিল যদি এতেক বচন। লজ্জা পেয়ে পার্থ হেট করিল বদন॥ তথা হৈতে পুনরপি রথ বাহুড়িয়া। জলাশয় পথে পুনঃ উত্তরিলাম গিয়া॥ দীর্ঘ সরোবর এক দেখি বিদ্যমান। অর্জ্জুনে কহিলাম সখা কর স্নান দান॥ এত বলি রথ হৈতে নামি দুই জনে। সরোবর কুলে দাণ্ডাইলাম তৎক্ষণে॥ পদভরে টল টল করে তার নীর। যে দিকে দাণ্ডাই নীচ হয় সেই নীর॥ এক দিক উচ্চ আর দিক নিচু হয়। আশ্চর্য্য দেখিয়া পার্থ মনে পাইল ভয়॥ এ কেমন সরোবর কহ নারায়ণ। টল টল করে সদা কিসের কারণ॥ আমি কহিলাম শুন ইন্দ্রের নন্দন। লঙ্কাপুরে আছিল রাক্ষস দশানন॥ তাহার মধ্যম ভাই কুম্ভকর্ণ নাম। যুদ্ধ করি তারে বধ করিল শ্রীরাম॥ তাহার মস্তক লয়ে বীর হনুমান। সিন্ধুপারে ফেলাইয়া দিল এক টান॥ সেই মস্তকের খুলি ভাঙ্গিল হেলায়। বরিষার জলবদ্ধ হইল তাহায়॥ সরোবর আকার হইল এ কারণ। তোমারে কহিলাম সখা পুর্ব্বের বচন॥ নরনারায়ণ তুমি আমি বিশ্বম্ভর। অতএব টল টল করে সরোবর॥ এতেক শুনিয়া পার্থ বিস্ময় বদন। মস্তকের খুলি এই সে বীর কেমন। কোন তুচ্ছ বীর সঙ্গে করিলাম সংগ্রাম। বৃথা পরাক্রম করি ধিক পরাক্রম॥ এত ভাবি আপনাকে নম্রভাব হৈল। ধিক ধিক পরাক্রম

কহিতে লাগিল ।। অর্জ্জুনের দর্প চুর্ণ করিলাম আপনি তদন্তরে শুনহনারদ মহামুনি ॥ পুনরপি আইলাম হস্তীনা নগর। যথায় বসিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর ॥ প্রণাম করিয়া নিবেদন কৈনু আমি। দ্বারকা যাইব রাজা দেহ আজ্ঞা তুমি॥ এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবরে। দ্বারকায় বিদায় করিয়া দিল পরে॥ তথা হৈতে আসিয়া বসিয়া সিংহাসনে॥ রুক্মিণীর সহিত ছিলাম কথোপকথনে॥ হেনকালে মুনি তুমি আইলে হেথায়। যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহিলাম তোমায় ।। সর্ব্ব অবতারআর নিজ বিবরণ। কহিলাম মুনিবর সে সব কথন॥ শুনহ নারদ মুনি হরষিত হয়ে। হরি হরি বলি নাচে দুইবাহু তুলিয়ে প্রেমে পুলকিত তনু সজল নয়ন। গলে বস্ত্র দিয়া স্তব করে তপোধন॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পদাপদ্ম করি আশ পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস।

দশ অবতার স্তব।

ক্ষীরোদ অনন্ত প্রভু নাগোপরে শয়নং। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভনং ।। কমলা সেবিত প্রভু তব দুটি চরণং। নমস্তে আদি রূপ দেহি পদশরণং॥ অৰ্দ্ধ অঙ্গ মৎস্য অর্দ্ধ নর দেহ ধারণং। দ্বিভুজে শোভিত অস্ত্র দৈত্য অন্ত কারণং ॥ নমস্তে শ্রীমীন রূপ দেহি পদ শরণং। অনন্ত পুরুষ অগোচর সর কারনং ।। লীলাহেতু নাম বহু কল্মষ বিধ্বংসনং। নাভিপদ্মে ব্রহ্মা পৃষ্ঠোপরে পৃথ্বী ধারণং।। নমস্তে শ্রীকুর্ম্মরূপ দেহি পদ শরণং।। বিরাট আকার মুর্ত্তি বিস্তারিত দরশনং। মহীতলে প্রবেশিয়া দন্তে ক্ষিতি তাড়নং। দৈত্য ভুপ হিরণ্যাক্ষ দন্তাঘাতে নিধনং ।। নমস্তে বরাহ রূপ দেহি পদ শরণং। সিংহ মুখ নরকায় শশী ভানু লোচনং ।। কণ্ঠদেশে বন-

মালা দৈত্যনাড়ি ভুষণং। বিরাট আকার মুর্ত্তি দৈত্য পতি নাশনং॥ মস্তকে নৃসিংহ রূপ দেহি পদ শরণং। দক্ষ কন্যা গর্ভে জন্ম কশ্যপস্য নন্দনং॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য আচ্ছাদিত যস্য নেত্র চরণং॥ ভুতলে ভুজঙ্গ পাশে বলি দৈত্য বন্ধনং॥ নমস্তে বামন রূপ দেহি পদ শরণং। ব্রহ্মকুল জাতি পদ ব্রহ্ম দৈত্য নাশনং॥ যামদগ্নিসুত দেব ক্ষত্রকুল নিধনং। নমস্তে শ্রীভৃগুরাম দেহি পদ শরণং॥ দুর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি দশরথ নন্দনং। বল্কবাস পরিধান শিরে জটা ধারণং॥ বাসব ভঞ্জন ভয় দশস্কন্ধ কারণং। নমস্তে শ্রীরামচন্দ্র দেহি পদ শরণং॥ রজত অচল বর নিন্দি তনু বরণং। মত্তকরিবর যিনি অতি মত্ত গমনং॥ রেবতী রমণ রাম হল ঈষ ধারণং। নমস্তে শ্রীবলভদ্র দেহি পদ শরণং॥ সিন্ধুতট নীলগিরিবর মধ্যে স্থাপনং। ধন্য কীর্ত্তি ধন্য ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং॥ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনং। নমস্তে শ্রীবুদ্ধ রূপ দেহি পদ শরণং। শ্বেতমুর্ত্তি শ্বেতবাস শ্বেত অশ্ববাহনং। আজানুলম্বিত ভুজে অসিচর্ম্ম শোভনং॥ ভবিষ্য পুরাণে হবে ভবনাশ কারণং। নমস্তে শ্রীকল্কী রূপ দেহি পদ শরণং॥ কৃষ্ণদাস বিরচিত একাদশ স্তবনং। নমস্তে শ্রীগুরুব্রহ্ম দেহি পদ শরণং॥

দশ অবতারের স্তব সমাপ্ত।

নারদের বিদায়।

স্তব করি মুনিবর করে প্রণিপাত। জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় জগন্নাথ। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥ তোমাতে উত্তপত্তি সব-

তোমাতে বিজয় ॥ আজ্ঞায় সৃজন তুমি নিশ্বাসে প্রলয় ॥ দীন হীন আমি তব কি জানি মহিমা। পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ দিতে নারে সীমা ॥ এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল। লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মন্দিরে রহিল ॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥

নারদ সংবাদ গ্রন্থ সমাপ্ত।

কলিকাতা,—১৭ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন
কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে,
শ্রীকৃষ্ণমোহন কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।